রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১ ২০২৫ সনের ২৭ নং

বাংলাদেশ গেজেট

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বৃহস্পতিবার, জুলাই ৩, ২০২৫

সূচীপত্র

		পৃষ্ঠা নং		পৃষ্ঠা নং
১ম	খণ্ড—গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সংযুক্ত ও অধীনস্থ দপ্তরসমূহ এবং বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট কর্তৃক জারীকৃত বিধি ও আদেশাবলি সম্বলিত বিধিবদ্ধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।	৫২৫—৫৩২	৭ম খণ্ড—অন্য কোনো খণ্ডে অপ্রকাশিত অধঃস্তন প্রশাসন কর্তৃক জারীকৃত অ-বিধিবদ্ধ ও বিবিধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।	নাই
			৮ম খণ্ড—বেসরকারি ব্যক্তি এবং কর্পোরেশন কর্তৃক অর্থের বিনিময়ে জারীকৃত বিজ্ঞাপন ও নোটিশসমূহ।	নাই
২য়	খণ্ড—প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট ব্যতীত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক জারীকৃত যাবতীয় নিয়োগ, পদোন্নতি, বদলি ইত্যাদি বিষয়ক প্রজ্ঞাপনসমূহ।	৮৫৩—৮৯৯	**ক্রোড়পত্র—সংখ্যা**	নাই
			(১) . . . . .সনের জন্য উৎপাদনমুখী শিল্পসমূহের শুমারি।	নাই
			(২) . . . . .বৎসরের জন্য বাংলাদেশের লিচুর চূড়ান্ত আনুমানিক হিসাব।	নাই
৩য়	খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ।	২৫৩—২৯৫	(৩) . . . . . বৎসরের জন্য বাংলাদেশের টক জাতীয় ফলের আনুমানিক হিসাব।	নাই
৪র্থ	খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত পেটেন্ট অফিস কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ ইত্যাদি।	নাই	(৪) . . . . . কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকাশিত বৎসরের চা উৎপাদনের চূড়ান্ত আনুষ্ঠানিক হিসাব।	নাই
৫ম	খণ্ড—বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের এ্যাক্ট, বিল ইত্যাদি।	নাই	(৫) . . . . . তারিখে সমাপ্ত সপ্তাহে বাংলাদেশের জেলা এবং শহরে কলেরা, গুটি বসন্ত, প্লেগ এবং অন্যান্য সংক্রামক ব্যাধি দ্বারা আক্রমণ ও মৃত্যুর সাপ্তাহিক পরিসংখ্যান।	নাই
৬ষ্ঠ	খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট, বাংলাদেশের মহা-হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অধঃস্তন ও সংযুক্ত দপ্তরসমূহ কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ।	৮৮৫—৯১৫	(৬) ..... তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক পরিচালক, চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর কর্তৃক প্রকাশিত ত্রৈমাসিক গ্রন্থ তালিকা।	নাই

১ম খণ্ড

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সংযুক্ত ও অধীনস্থ দপ্তরসমূহ এবং বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট কর্তৃক জারীকৃত বিধি ও আদেশাবলি সম্বলিত বিধিবদ্ধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।

প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

শৃঙ্খলা, বিধি ও মতামত শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ২৯ বৈশাখ ১৪৩২ বঙ্গাব্দ/১২ মে ২০২৫ খ্রিষ্টাব্দ

নং **৪৯.০০.০০০০.০৫০.২৭.০১২.২৪-৬৮**—যেহেতু, জনাব মোঃ মোশাররফ হোসেন, সহকারী পরিচালক (সাময়িক বরখাস্তকৃত), সংযুক্ত জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো, ঢাকা (প্রাক্তন সহকারী পরিচালক, ডিইএমও, ভোলা)-এর বিরুদ্ধে গত ২৩-০৪-২০২৪ খ্রি. তারিখে নাগরিক টিভিতে একটি ভিডিও চিত্র প্রচারিত হয়। উক্ত ভিডিও চিত্রটি ২৪-০৪-২০২৪খ্রি. তারিখ বিএমইটি'র কর্তৃপক্ষের গোচরিভূত হয়।

উক্ত ভিডিও ক্লিপে তার বিরুদ্ধে চাকরি শৃঙ্খলা পরিপন্থী কার্যক্রমে সম্পৃক্ততাসহ বিদেশগামী কর্মীদের নিকট হতে ফিঙ্গারপ্রিন্ট গ্রহণ বাবদ অর্থ গ্রহণ সম্পর্কিত অভিযোগ করতে দেখা যায় যা তদন্তে প্রমাণিত হয়নি;

২। যেহেতু, তাঁর বিরুদ্ধে দাপ্তরিক কার্যক্রমের উপর নাগরিক টিভিতে প্রচারিত ভিডিও ক্লিপে চাকরি শৃঙ্খলা পরিপন্থী কার্যকলাপে সম্পৃক্ততার বিষয়টি এবং বিদেশগমনেচ্ছু কর্মীদের নিকট হতে ফিঙ্গারপ্রিন্ট গ্রহণ বাবদ অর্থ গ্রহণের বিষয়টি তদন্তে প্রমাণিত হয়নি;

৩। যেহেতু, তাঁর বিরুদ্ধে ফিঙ্গারপ্রিন্টসহ বিভিন্ন কাজে আগত বিদেশগামী কর্মীগণ প্রতিনিয়ত ভোগান্তির শিকার হয়েছে মর্মে অভিযোগ এবং তাঁর এহেন কার্যকলাপে দেশে-বিদেশে বিএমইটি'র ভাবমূর্তি ক্ষুন্ন হয়েছে মর্মে অভিযোগ তদন্তে প্রমাণিত হয়নি;

৪। যেহেতু, তিনি লিখিত জবাবে জানান যে, অফিসে অত্যন্ত দক্ষতার সাথে দায়িত্ব পালন করে বিদেশগামী কর্মীদের সেবা প্রদান করে আসছেন। দায়িত্ব পালনকালে জনাব নাফিজ নামে জনৈক অনলাইন পত্রিকায় সাংবাদিক (মোবাইলের) ফিঙ্গার করে চলে যাওয়ার সময় ব্যক্তিদের অফিসের নিচে রাস্তায় বসে ভিডিও রেকর্ড করেন এবং তাকে তা দেখিয়ে ০২ (দুই লক্ষ) টাকা চাঁদা দাবী করেন। এক পর্যায়ে তাঁর সাথে জনাব মোঃ মোশাররফ হোসেন, সহকারী পরিচালক, ডিইএমও, ভোলা-এর বিরোধ/বিবাদ বাধে।

মোহাম্মদ আবু ইউসুফ, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ নজরুল ইসলাম, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও,
ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd

বিষয়টি জেলা প্রশাসককে জানালে এনডিসি এর মাধ্যমে উক্ত সাংবাদিককে বলে দেওয়া হয় তাকে বিরক্ত না করার জন্য। কয়েক দিন পর কয়েক জন অনলাইন পত্রিকার সাংবাদিক একত্রিত হয়ে সুকৌশলে নিজের মত করে বিদেশগামী কর্মীদের সাজিয়ে ভিডিও করেন এবং তাকে উক্ত ভিডিও দেখিয়ে ০৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকা চাঁদা দাবী করেন। টাকা না দিলে তার অফিসের সম্মান নষ্ট করে দিবেন যা হীন মন্যতার কাজ। চাঁদার টাকা না পেয়ে ক্ষিপ্ত হয়ে গত ২৩-০৪-২০২৪ তারিখ নাগরিক টিভিতে ভিডিও চিত্র প্রকাশিত হয়েছে মর্মে তিনি জানতে পারেন। কিন্তু নাগরিক টিভির কোনো সাংবাদিক ডিইএমও অফিসে আসেন নাই। জনৈক নাফিজ প্রতিষ্ঠানের সুনাম ক্ষুন্ন করার জন্য বিভিন্ন প্রচার মাধ্যমে প্রচার করার ব্যবস্থা করেন। আউটসোর্সিং হিসেবে ০১ (এক) জন কম্পিউটার অপারেটর ফিঙ্গারের কাজ করেন। সহকারী পরিচালক ফিঙ্গারের কাজ কখনই করেন না। বিদেশগামী কর্মীদের নিকট ফিঙ্গার প্রিন্ট বাবদ অর্থ গ্রহণের বিষয়টি আদৌ সঠিক নয়। এছাড়া, বিদেশগামী কর্মীগণ প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংকের মাধ্যমে জমাকৃত ভাউচার দাখিল করলে তা জমা নিয়ে ফিঙ্গার প্রিন্ট করা হয়। ফিঙ্গারের সময় নেটওয়ার্ক সার্ভার না থাকলে কম্পিউটার অপারেটর বলেন নেট সার্ভার না থাকায় প্রায়শই ফিঙ্গার করা যায় না। এতে করে চাকরি শৃঙ্খলা পরিপন্থী কোনো ব্যত্যয় ঘটেনি এবং

৫। যেহেতু, তদন্ত প্রতিবেদনে তদন্ত কর্মকর্তা উল্লেখ করেন যে, (ক) ফিঙ্গারপ্রিন্টের বিষয়ে ভিডিও প্রতিবেদনে মোট ৫ জন ব্যক্তির মতামত গ্রহণ করতে দেখা যায়। তারা ফিঙ্গারপ্রিন্ট ও বই বাবদ ডিইএমও অফিসে অর্থ প্রদান করেছেন মর্মে উল্লেখ করলেও কাকে অর্থ প্রদান করেছেন সে বিষয়ে পরিষ্কার করে কিছু উল্লেখ করেননি। তাছাড়া, অর্থ প্রদান সংক্রান্ত কোনো ফুটেজ বা ডকুমেন্টও প্রকাশ না করায় উক্ত ব্যক্তিদের অভিযোগের সত্যতা প্রমাণিত হয় না।

(খ) ভিডিও ক্লিপে ভিডিওকারী অভিযুক্তকে ১০০০/- (এক হাজার) টাকা প্রদানের কথা বলেন। তবে উক্ত অর্থ লেন-দেনের কোনো ফুটেজ ভিডিওতে দেখা যায় না। তবে অডিটরকে প্রদানের জন্য ১০০০/- টাকা লেন-দেনের কথোপকথন থাকলেও লেন-দেন সংক্রান্ত কোনো ফুটেজ না থাকায় বিষয়টিতে কোনো পক্ষকে দোষারোপ করা যাচ্ছে না।

৬। সেহেতু, জনাব মোঃ মোশাররফ হোসেন, সহকারী পরিচালক (সাময়িক বরখাস্তকৃত), সংযুক্ত জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো, ঢাকা (প্রাক্তন সহকারী পরিচালক, ডিইএমও, ভোলা)-এর বিরুদ্ধে অভিযোগ তদন্তে প্রমাণিত না হওয়ায় সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) ধারা মোতাবেক অসদাচরণ এর অভিযোগের দায় হতে তাঁকে অব্যাহতি প্রদান করা হলো এবং তাঁর সাময়িক বরখাস্তের আদেশ প্রত্যাহার করা হলো।

০৭। এ আদেশ জনস্বার্থে জারি করা হলো এবং তা অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

ড. নেয়ামত উল্যা ভূঁইয়া
সিনিয়র সচিব।

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড

[কাস্টমস: রপ্তানি ও বন্ড শাখা]

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ০১ আষাঢ়, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ/১৫ জুন ২০২৫ খ্রিষ্টাব্দ

নং **৮৪/২০২৫/কাস্টমস/৯১**।—কাস্টমস আইন, ২০২৩ এর ধারা ১২ এর উপ-ধারা (২) এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে অবস্থিত মেসার্স স্কাইলাক্স ডিউটি ফ্রি শপ নামীয় শুল্কমুক্ত বিপণী (বণ্ড লাইসেন্স নং-৭৬৭/কাস-পিবিডব্লিউএসবিডব্লিউ/২০১২, তারিখ: ২৫-১১-২০১২ খ্রি.) এর অনুকূলে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের প্রজ্ঞাপন নং-৬৯/২০২৫/কাস্টমস/৬০৮, তারিখ: ০৫-০১-২০২৫ খ্রি: এর মাধ্যমে ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরের জন্য প্রদত্ত প্রাপ্যতার মেয়াদ প্রতিষ্ঠানের আবেদন এবং সার্বিক পরিস্থিতি বিবেচনায় আগামী ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ খ্রি: তারিখ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হলো। উক্ত বর্ধিত মেয়াদে আমদানিকৃত পণ্য পরবর্তী মেয়াদের আমদানি প্রাপ্যতার সাথে সমন্বয় করার শর্তে এ অনুমতি প্রদান করা হলো।

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের আদেশক্রমে

মোঃ আল আমিন
দ্বিতীয় সচিব (কাস্টমস: রপ্তানি ও বণ্ড)।

[একই স্মারক ও তারিখে স্থলাভিষিক্ত]

আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
আইন ও বিচার বিভাগ
বিচার শাখা-৭

আদেশ

তারিখ: ১০ চৈত্র ১৪৩১ বঙ্গাব্দ/২৪ মার্চ ২০২৫ খ্রিষ্টাব্দ

নং ১০.০০.০০০০.১৩১.১১.০০৭.০২(১)-১১৬—মুসলিম বিবাহ ও তালাক (নিবন্ধন) আইন, ১৯৭৪ (১৯৭৪ সনের ৫২ নং আইন) এর ৪ ধারার প্রদত্ত ক্ষমতাবলে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার সন্তুষ্ট হইয়া আপনাকে (জনাব মোঃ নাজমুছ ছালেহীন, জন্ম তারিখ: ১০-০২-১৯৮২ খ্রি., পিতা-কাজী মোঃ আব্দুর রাজ্জাক, মাতা-মোছাঃ সাজেদা বেগম, গ্রাম:-ভিটা পাড়া, ওয়ার্ড নং-০৭, পোস্ট-গাংনী, গাংনী পৌরসভা, থানা-গাংনী, জেলা-মেহেরপুর।) এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে মেহেরপুর জেলার গাংনী উপজেলার পৌরসভার ০৭, ০৮ ও ০৯ ওয়ার্ডের জন্য বিবাহ ও তালাক সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কর্তৃক মৌখিক বা লিখিত আবেদনের প্রেক্ষিতে উক্ত বিবাহ ও তালাক নিবন্ধনের ক্ষমতা প্রদান করিল।

২। এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধিমালার বিধানসমূহ যথাযথভাবে প্রতিপালন করা আপনার দায়িত্ব হইবে।

৩। সরকার বাতিল বা স্থগিত না করা পর্যন্ত অথবা লাইসেন্সধারী ব্যক্তির বয়স ৬৭ (সাতষট্টি) বৎসর না হওয়া পর্যন্ত এই লাইসেন্স বলবৎ থাকিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, সরকার যে কোনো সময় লাইসেন্সধারী ব্যক্তির উক্ত বয়স পুনঃনির্ধারণ করিতে পারিবে।

উল্লেখ্য, বর্ণিত বিষয় কোনো উপযুক্ত আদালতের কোনোরূপ স্থগিতাদেশ/নিষেধাজ্ঞা/স্থিতাবস্থা থাকিলে এই নিয়োগ আদেশ স্থগিত বলিয়া গণ্য হইবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

সাইদুজ্জামান শরীফ
সিনিয়র সহকারী সচিব।

[একই স্মারকে ভুলাভিষিক্ত সংশোধিত তারিখের আদেশ]

খাদ্য মন্ত্রণালয়
তদন্ত শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ১০ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩২ বঙ্গাব্দ/২৪ মে ২০২৫ খ্রিষ্টাব্দ

নং ১৩.০০.০০০০.০০০.০২৩.০৪.০০০২.২৫/২.৩১৫— যেহেতু, জনাব আবু নঈম মোহাম্মদ সফিউল আলম (পরিচিতি নং-০২১৬৩), আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক, ময়মনসিংহ হিসেবে গত ১৪-১১-২০২২ খ্রি. হতে অদ্যাবধি কর্মরত। তার কর্মকালে ময়মনসিংহ জেলাধীন মুক্তাগাছা এলএসডি এর ০১-০৭-২০১৮ খ্রি. হতে ৩০-১১-২০২৩ খ্রি. পর্যন্ত সময়ের অভ্যন্তরীণ বিশেষ নিরীক্ষা প্রতিবেদনে আপত্তি নং ০১ হতে ১৪ এর আলোকে ৯৯৭১ বস্তায় ৩২৮.৯৮০ মে. টন চাল এবং ৩০ কেজি ধারণক্ষম ১৪৯৫ খানা খালি বস্তা ও ৫০ কেজি ধারণক্ষম ৩৮০ খানা খালি বস্তা আত্মসাতের প্রতিবেদন পাওয়া যায়; এবং

যেহেতু, উক্ত ঘটনার প্রেক্ষিতে প্রশাসন বিভাগ, খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা এর ০৮-০৫-২০২৪ খ্রি. এর ১৩.০১.০০০০.০৩১.২৭.০০৩.২৪.৩৩৬ নং স্মারকে ০৩ (তিন) সদস্য বিশিষ্ট কমিটি গঠন করা হয়। গঠিত তদন্ত কমিটি কর্তৃক দাখিলকৃত তদন্ত প্রতিবেদন হতে দেখা যায়, তিনি ১০-০৮-২০২৩ খ্রি. এ এলএসডি পরিদর্শন প্রতিবেদনে মুক্তাগাছা এলএসডিতে ৩৬৮২.১৩৫ মে. টন খাদ্যশস্য মজুত রয়েছে মর্মে উল্লেখ করেছেন। পরিদর্শন প্রতিবেদন অনুযায়ী রেকর্ডসূত্রে উক্ত এলএসডিতে সর্বোচ্চ ধারণক্ষমতার অস্বাভাবিক খাদ্যশস্যের মজুত রয়েছে মর্মে তদন্ত প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু বাস্তবে উক্ত পরিমাণ খাদ্যশস্য গুদামে আছে কিনা তার যাচাই-বাছাই করা বা কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করেননি; এবং

যেহেতু, জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক ময়মনসিংহ কর্তৃক মুক্তাগাছা এলএসডি পরিদর্শনকালে ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা জনাব শাকিল আহম্মেদকে উপস্থিত না পাওয়ায় তাকে ব্যাখ্যা তলব এবং ২৪ ঘন্টার মধ্যে নবযোগদানকৃত ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিকট দায়িত্বভার হস্তান্তরের নির্দেশনা প্রদান ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ সংক্রান্ত প্রতিবেদন জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক, ময়মনসিংহ দপ্তরের ১৮-১০-২০২৩ খ্রি. এর ২৪১২ নং স্মারক পত্রে আপনার অবগতি এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হলেও তিনি ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে তাৎক্ষণিক কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করেননি; এবং

যেহেতু, জনাব শাকিল আহম্মেদ এর বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলার খসড়া অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণী ৩০-১১-২০২৩ খ্রি. প্রাপ্ত হওয়ার ০৯-০১-২০২৪ খ্রি. তারিখে মহাপরিচালক, খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা বরাবর প্রেরণ করেন যা ১৯-০৩-২০২৪ খ্রি. তারিখে খাদ্য অধিদপ্তরে প্রাপ্ত হয়। অর্থাৎ আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক এর দপ্তর হতে বিভাগীয় মামলার খসড়া প্রেরণে অহেতুক বিলম্ব করা হয়েছে; এবং

যেহেতু, যথাযথ তদারকির ঘাটতি, বিলম্বিত কার্যক্রম গ্রহণ এবং যথাসময়ে প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ না করায় মুক্তাগাছা এলএসডির তৎকালীন ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা জনাব শাকিল আহম্মেদ কর্তৃক বিপুল পরিমাণ খাদ্যশস্য আত্মসাৎ তথা অনিয়ম ও অব্যবস্থাপনার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে মর্মে তদন্ত প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে; এবং

যেহেতু, উপযুক্ত কার্যকলাপ সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) বিধিমতে 'অসদাচরণ' এর পর্যায়ভুক্ত শাস্তিযোগ্য অপরাধ মর্মে প্রতীয়মান হওয়ায় তার বিরুদ্ধে ১৩.০০. ০০০০.০০০.০২৩.০৪.০০০২.২৫/২ নং বিভাগীয় মামলা রুজু করা হয়। বিভাগীয় মামলার অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণী তার কাছে প্রেরণ করে লিখিত জবাবসহ ব্যক্তিগত শুনানীতে আগ্রহী কিনা তা ১০ (দশ) কার্যদিবসের মধ্যে জানানোর জন্য তাকে বলা হয়। তিনি যথাসময়ে লিখিত জবাব প্রেরণ করেন এবং ব্যক্তিগত শুনানির ইচ্ছা পোষণ করেন; এবং

যেহেতু, জনাব আবু নঈম মোহাম্মদ সফিউল আলম (পরিচিতি নং-০২১৬৩), আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক, ময়মনসিংহ ২৯-০৪-২০২৫ খ্রি. তারিখে খাদ্য মন্ত্রণালয়ে ব্যক্তিগত শুনানীতে অংশগ্রহণ করেন; এবং

যেহেতু, জনাব আবু নঈম মোহাম্মদ সফিউল আলম, আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক, ময়মনসিংহ জানান যে, ১৪-১১-২০২২ খ্রি. তারিখে আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করে অদ্যাবধি তিনি ০২ বছর ০৫ মাস যাবৎ এ দায়িত্ব পালন করেছেন। তিনি তার কর্মকালে সর্বমোট ৫৯১ কার্য দিবস পেয়েছেন। আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রকের অধিক্ষেত্রে ০৪টি জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক, ৩৫ টি উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়, ০১টি সিএসডি, ০১টি সাইলো, ৪৫টি এলএসডিসহ সর্বমোট ৮৬টি কার্যালয় রয়েছে, যা পরিদর্শন করা তার দায়িত্বের মধ্যে পরে। এ হিসেবে প্রমাণ অনুযায়ী সকল কার্যালয় পরিদর্শন করতে ০৯ মাস সময় প্রয়োজন। তার কার্যকালে প্রতিটি কার্যালয় ৩-৪ বার পরিদর্শন করার কথা। তিনি ঘটনাস্থল তথা মুক্তাগাছা এলএসডির কার্যালয় তার কর্মকালে ০৬ বার পরিদর্শন করেছেন। যা তার উপর অর্পিত দায়িত্ব প্রতিপালনের একটি প্রমাণক; এবং

যেহেতু, জনাব আবু নঈম মোহাম্মদ সফিউল আলম, আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক, ময়মনসিংহ-এর বিরুদ্ধে গঠিত অভিযোগ, দফাওয়ারি জবাব, প্রমাণাদি এবং মন্ত্রণালয়ের চাহিদামতে ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, মুক্তাগাছা হতে সংগৃহীত প্রমাণাদির ভিত্তিতে প্রমাণিত হয় যে, জনাব আবু নঈম মোহাম্মদ সফিউল আলম, আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক, ময়মনসিংহ এর উপর অর্পিত দাপ্তরিক দায়িত্ব পালনে কোনোরূপ শৈথিল্য প্রদর্শন করছেন বলে প্রতীয়মান হয় না। তিনি মুক্তাগাছা এলএসডি ০৬ বার পরিদর্শন করেছেন এবং পরিদর্শনকালে মুক্তাগাছা এলএসডিতে চাল বা বস্তা ঘাটতির কোনো ঘটনা হয়নি। খাদ্য অধিদপ্তর কর্তৃক গঠিত তদন্ত কমিটির প্রতিবেদন অনুসারে তৎকালীন ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, মুক্তাগাছা এল এস ডি জনাব শাকিল আহম্মেদ কমিটির সামনে এল এস ডি থেকে চাল ও বস্তা চুরির কথা স্বীকার করেন। ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, এলএসডি যে দায়িত্ব পালন করেন তা Delegation of Administrative and Financial Power অনুসারে প্রতিপালনের জন্য প্রাথমিক ও চূড়ান্তভাবে তিনি স্বয়ং দায়ী; এবং

যেহেতু, বিভাগীয় মামলার শুনানীর লিখিত ও মৌখিক বক্তব্য, দফাওয়ারি জবাব, ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, মুক্তাগাছা হতে সংগৃহীত সংশ্লিষ্ট প্রমাণকসমূহ বিশ্লেষণ করে জনাব আবু নঈম মোহাম্মদ সফিউল আলম, আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক, ময়মনসিংহ এর উপর অর্পিত দাপ্তরিক দায়িত্ব পালনে কোনোরূপ শৈথিল্য প্রদর্শন করছেন বলে প্রতীয়মান হয় না; এবং

সেহেতু, জনাব আবু নঈম মোহাম্মদ সফিউল আলম, আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক, ময়মনসিংহ-কে তার উপর আনীত দায় হতে অব্যাহতি দেওয়া হলো।

মোঃ মাসুদুল হাসান
সচিব।

[একই স্মারকে ভুলাভিষিক্ত সংশোধিত তারিখের আদেশ]

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ১০ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩২ বঙ্গাব্দ/২৪ মে ২০২৫ খ্রিষ্টাব্দ

নং ১৩.০০.০০০০.০২৩.০৪.০০৫.২৪/৫.৩১৬—যেহেতু, জনাব মোঃ জাকারিয়া মুস্তফা, জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক, সিলেট ও প্রাক্তন জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক, মুন্সিগঞ্জ হিসাবে গত ১০-০৫-২০২৩ থেকে ০৪-০২-২০২৪ তারিখ পর্যন্ত কর্মকালে মুন্সিগঞ্জ জেলার গজারিয়া উপজেলার রসুলপুর এলএসডির খাদ্যশস্য ঘাটতি/ আত্মসাতের বিষয়ে জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়, মুন্সীগঞ্জ এর ২১-০৩-২০২৪ খ্রি. ২৫৫ নং স্মারকে গঠিত কমিটি ও জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, মুন্সিগঞ্জ এর ২১-০৩-২০২৪ খ্রি. ১৬৬ নং স্মারকে নিয়োগকৃত বিজ্ঞ এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট এর সমন্বয়ে রসুলপুর এলএসডি'র মজুতকৃত খাদ্যশস্য/মালামাল ১০০% ওজনে/বস্তা গণনায় নিম্নবর্ণিত পরিমাণ/সংখ্যক খাদ্যশস্য ও মালামাল ঘাটতি পাওয়া যায়; এবং

যেহেতু, রসুলপুর এলএসডিতে মালামাল আত্মসাতের বিষয়ে গঠিত তদন্ত কমিটির তদন্ত প্রতিবেদন অনুযায়ী উক্ত এলএসডিতে ঘাটতি ৩০ কেজি ধারণক্ষম ৬৭৬১ পিস বস্তার মূল্য ৪,০৫,৬৬০ টাকা, ৫০ কেজি ধারণক্ষম ২৮০৯ পিস বস্তার মূল্য ২,৮০,৯০০ এবং ২২৪.৮৮২ মে. টন চালের ঘাটতির কারণে ১,১৬,৭০,১৫৮.৯৬ (এক কোটি ষোল লাখ সত্তর হাজার একশত আটান্ন দশমিক নয় ছয়) টাকাসহ সর্বমোট ১,২৩,৫৬,৭১৮.৯৬ (এক কোটি তেইশ লাখ ছাপান্ন হাজার সাতশত আঠারো দশমিক নয় ছয়) টাকা সরকারের আর্থিক ক্ষতি সাধিত হয় এবং উক্ত সময়ে জনাব মোঃ জাকারিয়া মুস্তফা, জেলা খাদ্য সিলেট ও প্রাক্তন জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক, মুন্সিগঞ্জ উক্ত জেলার খাদ্য কর্মকর্তা হিসেবে দায়িত্বে ছিলেন; এবং

যেহেতু, তিনি জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়, মুন্সিগঞ্জ এর ২৪-০১-২০২৪ তারিখের ৯৩ নং স্মারকে রসুলপুর এলএসডির মজুত যাচাই কমিটি গঠন করলেও যথাসময়ে কমিটি প্রতিবেদন প্রেরণ না করার বিষয়ে তিনি কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করেননি এবং বিষয়টি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে অবহিত করেননি; এবং

যেহেতু, উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক, গজারিয়া, মুন্সিগঞ্জ কর্তৃক স্বাক্ষরবিহীন পাক্ষিক মজুত প্রতিবেদনের ভিত্তিতে দায়সারাভাবে জেলার সমন্বিত প্রতিবেদন প্রস্তুত করে ও মজুত সঠিক রয়েছে মর্মে মন্তব্য লিপিবদ্ধ করে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ করেছেন। এতে তার নিয়মিত এলএসডি পরিদর্শন কার্যক্রমে অবহেলা এবং সরকারি কাজে উদাসীনতার পরিচয় বহন করে; এবং

যেহেতু, জনাব মোঃ জাকারিয়া মুস্তফা, জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক, সিলেট, প্রাক্তন জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক, মুন্সিগঞ্জ এর বিরুদ্ধে গঠিত অভিযোগের শুনানীতে তিনি আত্মপক্ষ সমর্থন করে আপনার হৃদরোগসহ অন্যান্য সমস্যার কারণে যে বক্তব্য প্রদান করেছেন এবং সাক্ষ্য প্রমাণ হাজির করেছেন এসকল প্রমাণাদির ভিত্তিতে রসুলপুর এলএসডি, গজারিয়া, মুন্সিগঞ্জ তৎকালীন ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কর্তৃক সরকারি খাদ্যশস্য আত্মসাতের ঘটনায় তার কোনো সংশ্লিষ্টতা না থাকলেও একজন দায়িত্বশীল সরকারি কর্মকর্তা হিসেবে তার নিয়মিত এলএসডি পরিদর্শন কার্যক্রমে অবহেলা এবং সরকারি কাজে উদাসীনতার কারণে এ ঘটনা সংগঠিত হওয়ার বিষয়টি অনুঘটক হিসেবে কাজ করেছে বলে প্রতীয়মান হয়; এবং

যেহেতু, তার উপর্যুক্ত কার্যকলাপ সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) বিধিমতে 'অসদাচরণ' এর পর্যায়ভুক্ত শাস্তিযোগ্য অপরাধ; এবং

সেহেতু, জনাব মোঃ জাকারিয়া মুস্তফা, জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক, সিলেট, প্রাক্তন জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক, মুন্সীগঞ্জ কে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩ (খ) বিধিমতে 'অসদাচরণ' সংঘটিত করেছেন বলে প্রমাণিত। তৎপ্রেক্ষিতে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৪ (২) এর (ক) বিধিমতে তাকে লঘু দণ্ড হিসেবে 'তিরস্কার' সূচক দণ্ড প্রদান করা হলো।

মহাপরিচালক, খাদ্য অধিদপ্তর ও অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন), খাদ্য মন্ত্রণালয় দণ্ডপ্রাপ্ত জনাব মোঃ জাকারিয়া মুস্তফা এর দণ্ডটি কার্যকরের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন এবং তার চাকুরীর বিবরণীতে রেকর্ডভুক্ত করণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

মোঃ মাসুদুল হাসান
সচিব।

[একই স্মারকে ভুলাভিষিক্ত সংশোধিত তারিখের আদেশ]

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ১০ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩২ বঙ্গাব্দ/২৪ মে ২০২৫ খ্রিষ্টাব্দ

নং ১৩.০০.০০০০.০০০.০২৩.০৪.০০০৬.২৫/৩.৩১৭—যেহেতু, জনাব এ.এইচ.এম. তৌহিদুল্লাহ, উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক, বিরামপুর, দিনাজপুর; প্রাক্তন উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক (অ.দা.) সাঘাটা, গাইবান্ধা হিসেবে কর্মকালে গাইবান্ধা জেলার সাঘাটা উপজেলাধীন বোনারপাড়া এলএসডি হতে নারায়ণগঞ্জ সিএসডিতে ১৮০.০০০ মে.টন বোরো সিদ্ধ/২২ চাল প্রেরণ করেন। উক্ত চাল ত্রুটিপূর্ণ মর্মে জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক, নারায়ণগঞ্জের ০৭-০৮-২০২২ খ্রি. এর ৬৪৯ নং স্মারকে আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক, ঢাকাকে অবহিত করেন। তদন্ত কমিটির প্রতিবেদন পর্যালোচনা করে জনাব এ, এইচ, এম, তৌহিদুল্লাহ, উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক, সাদুল্লাপুর, গাইবান্ধা প্রাক্তন উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক (অ.দা.), সাঘাটা, গাইবান্ধাকে ব্যাখ্যা তলব করা হলে তিনি ব্যাখ্যা তলবের জবাব দাখিল করেন; এবং

যেহেতু, জনাব এ.এইচ.এম. তৌহিদুল্লাহ, উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক, বিরামপুর, দিনাজপুর; প্রাক্তন উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক (অ.দা.), সাঘাটা, গাইবান্ধা এর ব্যাখ্যা সন্তোষজনক প্রতীয়মান না হওয়ায় সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩ এর (খ) ও (ঘ) অনুযায়ী 'অসদাচরণ' ও 'দুর্নীতি' এর অভিযোগে খাদ্য অধিদপ্তর, প্রশাসন বিভাগের ০৮-০২-২০২৩ খ্রি. এর ১৩.০১.০০০০.০৩৩.২৭.০০৮.২৩. ১৪০ নং স্মারকে তার বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলা আনয়ন করা হয়; এবং

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা বিভাগীয় মামলার লিখিত জবাব দাখিল করে ব্যক্তিগত শুনানি প্রদানের ইচ্ছা পোষণ করায় তার ব্যক্তিগত শুনানি গ্রহণ করা হয়। বিভাগীয় মামলার জবাব এবং ব্যক্তিগত শুনানিকালে তার প্রদত্ত বক্তব্য সন্তোষজনক বিবেচিত না হওয়ায় বিভাগীয় মামলার অভিযোগসমূহ তদন্তের জন্য জনাব কাজী সাইফুদ্দিন, জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক, বগুড়াকে তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়। তদন্ত কর্মকর্তা তদন্তপূর্বক প্রতিবেদন দাখিল করেছেন। তদন্ত কর্মকর্তা কর্তৃক বিধিমালা ২০১৮ এর বিধিমালার ৩ (খ) অনুযায়ী 'অসদাচরণ' এর অভিযোগ প্রমাণিত হয়। তদন্ত প্রতিবেদনে 'অসদাচরণ' এর অভিযোগটি স্পষ্ট না হওয়ায় ১২-১২-২০২৩ খ্রি. এর ১০৬৪ নং স্মারকে জনাব কাজী সাইফুদ্দিন, জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক, বগুড়াকে 'অসদাচরণ' এর বিষয়টি স্পষ্টকরণের জন্য পুনঃতদন্ত করার নির্দেশ প্রদান করা হয়। তদন্ত কর্মকর্তা পুনঃতদন্ত সম্পন্নপূর্বক প্রতিবেদন প্রেরণ করেন, এবং

যেহেতু, খাদ্যশস্য বোঝাই কমিটির আহবায়ক হিসেবে তিনি সার্বিকভাবে দায়িত্ব পালন করেননি মর্মে তদন্ত কর্মকর্তা মতামত দিয়েছেন। সার্বিক দায়িত্ব পালন না করার বিষয়টি প্রমাণিত হওয়ায় সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩ এর (খ) অনুযায়ী 'অসদাচরণ' এর অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৪ এর উপবিধি ২(খ) অনুযায়ী ১১-১১-২০২৪ তারিখের ৯৮৬ নং স্মারকে বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি ০২ (দুই) বছরের জন্য স্থগিত রাখার দণ্ড আরোপ করে বিভাগীয় মামলাটি নিষ্পত্তি করা হয়; এবং

যেহেতু, জনাব এ.এইচ.এম. তৌহিদুল্লাহ, উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক, বিরামপুর, দিনাজপুর; প্রাক্তন উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক (অ.দা.), সাঘাটা, গাইবান্ধা খাদ্য অধিদপ্তরের ১১-১১-২০২৪ খ্রি. এর ৯৮৬ নং স্মারকের প্রজ্ঞাপনে প্রদত্ত বিভাগীয় মামলার রায়ের বিরুদ্ধে যথাসময়ে খাদ্য মন্ত্রণালয়ে আপিল আবেদন দাখিল করেন এবং ১৯-০৫-২০২৫ খ্রি. তারিখে তার আপিল শুনানী গ্রহণ করা হয়; এবং

যেহেতু, আপিল শুনানীতে জনাব এ.এইচ.এম. তৌহিদুল্লাহ উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক, বিরামপুর, দিনাজপুর, প্রাক্তন উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক (অ.দা.), সাঘাটা গাইবান্ধা ২৭-০৭-২০২২ ও ২৮-০৭-২০২২ খ্রিঃ তারিখে সাঘাটা উপজেলার বোনারপাড়া হতে নারায়ণগঞ্জ সিএসডিতে চাল প্রেরণের সময় তাকে অবহিত না করে ট্রাকে বোঝাই দেয়া হয়। সে সময় তিনি তার মূল কর্মস্থল সাদুল্লাপুর উপজেলায় অভ্যন্তরীণ বোরো সংগ্রহ/২০২২ মৌসুমে দায়িত্বে ছিলেন। খাদ্য চলাচল কমিটির সভাপতি হিসেবে উক্ত বোঝাই কার্যক্রমের চলাচল সূচীর বিষয়ে তিনি পূর্বে অবহিত ছিলেন না। সাঘাটা উপজেলাধীন বোনারপাড়া এলএসডির ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা তার অগোচরে নারায়ণগঞ্জ সিএসডিতে পুরাতন ও খাদ্য বিভাগের বহিরাগত বস্তায় (আপেল মার্কা ও ছেড়াফাটা বস্তা) বিনির্দেশ বহির্ভূত চাল প্রেরণ করেন; এবং

যেহেতু, এ. এইচ. এম. তৌহিদুল্লাহ, উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক, বিরামপুর; দিনাজপুর প্রাক্তন উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক (অ.দা.), সাঘাটা গাইবান্ধা এর বিরুদ্ধে গঠিত অভিযোগ আত্মপক্ষ সমর্থন করে তিনি যে বক্তব্য প্রদান করেছেন এবং সাক্ষ্য প্রমাণ হাজির করেছেন এসকল প্রমাণাদির ভিত্তিতে দেখা যায় যে, বোনারপাড়া এলএসডি হতে নারায়ণগঞ্জ সিএসডিতে প্রেরিত ১৮০.০০০ মে.টন বোরো সিদ্ধ/২২ চাল প্রেরণের সূচী সম্পর্ক এ.এইচ.এম. তৌহিদুল্লাহ, উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক, বিরামপুর, দিনাজপুর; প্রাক্তন উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক (অ.দা.), সাঘাটা, গাইবান্ধা অবহিত ছিলেন না, সে অন্য এলএসডিতে সরকারি দায়িত্ব পালনে কর্মরত ছিল। চলাচল সূচির বিষয়ে তাকে অবহিত না করে বোনারপাড়া এলএসডির ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও দুর্নীতির সাথে সরাসরি জড়িত। ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, এলএসডি যে দায়িত্ব পালন করেন তা Delegation of Administrative and Financial Power অনুসারে প্রতিপালনের জন্য প্রাথমিক ও চূড়ান্তভাবে তিনি স্বয়ং দায়ী; এবং

যেহেতু, জনাব এ.এইচ.এম. তৌহিদুল্লাহ, উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক, বিরামপুর, দিনাজপুর; প্রাক্তন উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক (অ.দা.), সাঘাটা, গাইবান্ধা এর ব্যক্তিগত আপিল শুনানী, ইতোপূর্বে দাখিলকৃত জবাব, তৎসংলগ্ন রেকর্ডপত্রাদি বিশ্লেষণ এবং সরকার পক্ষের বক্তব্য পর্যালোচনা করে জনাব এ.এইচ.এম. তৌহিদুল্লাহ, উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক, বিরামপুর, দিনাজপুর; প্রাক্তন উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক (অ.দা.), সাঘাটা, গাইবান্ধা কর্তৃক সরকারি কাজে কোনো শৈথিল্য প্রদর্শন করেছেন মর্মে প্রতীয়মান হয় না; এবং

সেহেতু, জনাব এ.এইচ.এম. তৌহিদুল্লাহ, উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক, বিরামপুর, দিনাজপুর; প্রাক্তন উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক (অ.দা.), সাঘাটা, গাইবান্ধা-কে তার উপর আনীত 'অসদাচরণ' এর অভিযোগের দায় হতে অব্যাহতি প্রদান করে খাদ্য অধিদপ্তরের ১১-১১-২০২৪ তারিখের ৯৮৬ নং স্মারকে বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি ০২ (দুই) বছরের জন্য স্থগিত রাখার দণ্ড বাতিল করা হলো।

মোঃ মাসুদুল হাসান
সচিব।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

সুরক্ষা সেবা বিভাগ

শৃঙ্খলা-২ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ১০ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩২ বঙ্গাব্দ/২৪ মে ২০২৫ খ্রিষ্টাব্দ

নং ৫৮.০০.০০০০.০৭৭.২৭.০১৪.২৪-৭০—যেহেতু, জনাব উত্তম কুমার দেব, সহকারী পরিচালক, বিভাগীয় পাসপোর্ট ও ভিসা অফিস, রংপুর এর বিরুদ্ধে 'অসদাচরণ' এবং 'দুর্নীতি পরায়ণ' এর অভিযোগ প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হওয়ায় সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) বিধি অনুযায়ী বিভাগীয় মামলা নং ০৬/২০২৪ রুজু করে অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণী প্রেরণ করা হয়। অভিযুক্ত গত ১৫-১২-২০২৪ তারিখে উক্ত অভিযোগনামার জবাব প্রদান করেন এবং ব্যক্তিগত শুনানির জন্য প্রার্থনা করেন;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্তৃক প্রদত্ত অভিযোগনামার জবাব সন্তোষজনক বিবেচিত না হওয়ায় সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৭ (২) (ঘ) বিধিমতে তদন্তের জন্য জনাব কাজী আরিফুর রহমান, সিনিয়র সহকারী সচিব, সুরক্ষা সেবা বিভাগকে তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়। তদন্ত কর্মকর্তা গত ১৭-০৪-২০২৫ তারিখে তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করেন;

যেহেতু, তদন্তকারী কর্মকর্তা কর্তৃক দাখিলকৃত তদন্ত প্রতিবেদনে অভিযুক্তের বিরুদ্ধে আনীত অসদাচরণ এবং দুর্নীতি পরায়ণ এর অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়নি মর্মে উল্লেখ করেন;

সেহেতু, জনাব উত্তম কুমার দেব, সহকারী পরিচালক, বিভাগীয় পাসপোর্ট ও ভিসা অফিস, রংপুর এর বিরুদ্ধে দায়েরকৃত বিভাগীয় মামলা নং ০৬/২০২৪ এর দায় হতে অব্যাহতি প্রদান করা হল।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে
নাসিমুল গনি
সিনিয়র সচিব।

মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়

শিশু সুরক্ষা শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ১৮ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩২/০১ জুন ২০২৫

নং ৩২.০০.০০০০.০৪১.৩০.০০৫.১৪.৮৬—বাংলাদেশ শিশু একাডেমি আইন ২০১৮, এর ৬ (১) ধারামতে বাংলাদেশ শিশু একাডেমির ব্যবস্থাপনা বোর্ডে নিম্নোক্ত ব্যক্তিবর্গকে সরকার কর্তৃক মনোনীত করা হলো:

সদস্যবৃন্দ

১. সুরাইয়া হক
নির্বাহী পরিচালক, ফুলকির প্রতিষ্ঠাতা
ঠিকানা : হাউজ ২৬৮, রোড-৪এ, ব্লক-এফ, বসুন্ধরা রেসিডেনসিয়াল এরিয়া।
মোবাইল : ০১৭১৩০৬২০২০

২. ড. অ্যাঞ্জেলা গমেজ
প্রতিষ্ঠাতা নির্বাহী পরিচালক, বাঁচতে শেখা
ঠিকানা : শহীদ মশিউর রহমান সড়ক, আরবপুর, যশোর।
মোবাইল : ০১৭১৩৪০০৩৮৮

৩. মাহমুদা আখতার
নির্বাহী পরিচালক, আইসিএইচডি (ইন্সটিটিউট অব চাইল্ড এন্ড হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট)
ঠিকানা : রূপায়ন সিটি, উত্তরা-১২, বিল্ডিং-৩, এপার্টমেন্ট-সি/১, লিফট-৭, ঢাকা।
মোবাইল : ০১৭৫৫৫৯২৯৩৭

৪. ড. মনজুর আহমেদ
অধ্যাপক ইমেরিটাস, ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয় এবং চেয়ারপার্সন, বাংলাদেশ ইসিডি নেটওয়ার্ক (বিইএন)
ঠিকানা : হাউজ নং-১৬, রোড নং-৮১, এপার্টমেন্ট বি/৫, গুলশান-২, ঢাকা-১২১২।
মোবাইল : ০১৭১৪১৩৫২৮০

২। সরকার কর্তৃক মনোনীত সদস্যগণ প্রজ্ঞাপন জারির তারিখ হতে ৩ (তিন) বছরের জন্য স্বীয় পদে অধিষ্ঠিত থাকিবেন।

৩। সরকার কর্তৃক মনোনীত সদস্যগণ স্বীয় পদ থেকে অব্যাহতি, পদত্যাগ ইত্যাদি বাংলাদেশ শিশু একাডেমি আইন, ২০১৮ অনুযায়ী পরিচালিত হইবে।

৪। জনস্বার্থে এ প্রজ্ঞাপন জারি করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

সারাওয়াত মেহজাবীন
সিনিয়র সহকারী সচিব।

প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়
ডি-১৮ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ১৮ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩২ বঙ্গাব্দ/০১ জুন ২০২৫ খ্রিষ্টাব্দ

নং ২৩.০০.০০০০.১৮০.২৭.১৭৭.২২.২২৭—বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর বিএ-১০৪৮১ ক্যাপ্টেন তানভীর নাহিয়ান স্বপ্নিল, সিগন্যালস্-কে আর্মি অ্যাক্ট সেকশন-১৬, আর্মি অ্যাক্ট (রুলস) ৯(এ), আর্মি রেগুলেশন্স (রুলস) ৭৮(সি), ২৫৩(এ), ২৬১ এবং ২৬৯(এ) অনুসারে প্রশাসনিক ব্যবস্থার আওতায় বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর চাকরি থেকে 'বরখাস্ত' করা হলো।

২। এ আদেশ জারির তারিখ থেকে ১৫ দিনের মধ্যে উক্ত অফিসারের 'বরখাস্ত' কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

ড. মোঃ মাহবুবুর রশীদ
উপসচিব।

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ
শৃঙ্খলা অধিশাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ১৮ মে ২০২৫ খ্রি.

নং **৪৫.০০.০০০০.১২২.২৭.১২০.২০-৩৭৭**—যেহেতু ডা. মোহাম্মদ ইব্রাহিম খলিল (১১০০৯২), সহযোগী অধ্যাপক, নিউরোলজি বিভাগ, শহীদ সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজ, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(খ) অনুসারে স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের ১১-০৩-২০২১ তারিখের ৪৫.০০.০০০০.১২২.২৭.১২০.২০-৯৮ নং স্মারকে অসদাচরণের অভিযোগে বিভাগীয় মামলা (নং ২৫/ ২০২১) রুজু করা হয়;

যেহেতু, উক্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় ০৫-০৬-২০২২ তারিখের ৪৫.০০.০০০০.১২২.২৭.১২০. ২০-৩২৯ নং প্রজ্ঞাপনমূলে তাকে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৪(২)(ঘ) অনুযায়ী ০৫ (পাঁচ) বছরের জন্য 'বেতন গ্রেডের নিম্নতর ধাপে অবনমিতকরণ' লঘুদণ্ড প্রদান করা হয়;

যেহেতু, তিনি উক্ত শাস্তির বিরুদ্ধে মহামান্য রাষ্ট্রপতি বরাবর আপিল আবেদন করলে তা নামঞ্জুর হয়;

যেহেতু, ডা. মোহাম্মদ ইব্রাহিম খলিল উক্ত আদেশের বিরুদ্ধে বিজ্ঞ প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল-১, ঢাকায় ১১২/২০২৩ নং এ. টি. মামলা দায়ের করেন;

যেহেতু, প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল-১, ঢাকা উক্ত এ.টি. মামলায় ৩১-০৭.২০২৪ খ্রি. তারিখের রায়ে ডা. মোহাম্মদ ইব্রাহিম খলিলকে ০৫ বছরের জন্য বেতন গ্রেডের নিম্নতর ধাপে অবনমিতকরণের শাস্তির আদেশ বাতিলের নির্দেশ প্রদান করেন;

যেহেতু, বিজ্ঞ প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল-১, ঢাকায় ১১২/২০২৩ নং এ. টি. মামলার রায়ের পক্ষে আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আইন ও বিচার বিভাগ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার লঘুদণ্ড বাতিলপূর্বক মূল বেতনসহ সকল বকেয়া সুবিধাদি প্রদানের মতামত প্রদান করেন;

সেহেতু, প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল-১, ঢাকা ১১২/২০২৩ নং এ.টি. মামলায় রায়ের বিষয়ে বিজ্ঞ প্যানেল আইনজীবির মতামতের পরিপ্রেক্ষিতে প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনালের আদেশের আলোকে ডা. মোহাম্মদ ইব্রাহিম খলিলের উপর আরোপিত সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৪(২)(ঘ) অনুযায়ী ০৫ (পাঁচ) বছরের জন্য 'বেতন গ্রেডের নিম্নতর ধাপে অবনমিতকরণ' লঘুদণ্ড মওকুফ করা হলো। একইসঙ্গে, ০৫-০৬-২০২২ খ্রি. তারিখের ৩২৯ স্মারকের পূর্বোক্ত প্রজ্ঞাপনটি বাতিল করা হলো। তিনি গত ০৫-০৬-২০২২ খ্রি. তারিখ হতে মূল বেতনসহ সকল বকেয়া সুবিধাদি প্রাপ্য হবেন।

জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মো: সাইদুর রহমান
সচিব।

সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়
শাখা-৬

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ২০ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩২/০৩ জুন ২০২৫

নং ৪৩.০০.০০০০.১১৪.০০৬.২৩.১৯-২৫৮—বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর আইন, ২০২২ এর ৭ ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নবর্ণিত সদস্যগণের সমন্বয়ে বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর পর্ষদ গঠন করা হলো:

ক্র নং	নাম ও পদবি	বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর আইন, ২০২২ এর ধারা
০১.	জনাব মেরিনা তাবাসসুম প্রিন্সিপাল, মেরিনা তাবাসসুম আর্কিটেক্স	আইনের ৭(১)(ক) ধারানুসারে সদস্য এবং পর্ষদ এর সভাপতি।
০২.	মহাপরিচালক প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর	আইনের ৭(১)(খ) ধারানুসারে পদাধিকার বলে সদস্য।
০৩.	মহাপরিচালক আর্কাইভস্ ও গ্রন্থাগার অধিদপ্তর	আইনের ৭(১)(গ) ধারানুসারে পদাধিকার বলে সদস্য।
০৪.	মহাপরিচালক বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ	আইনের ৭(১)(ঘ) ধারানুসারে পদাধিকার বলে সদস্য।
০৫.	মহাপরিচালক বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি	আইনের ৭(১)(ঙ) ধারানুসারে পদাধিকার বলে সদস্য।
০৬.	যুগ্মসচিব (প্রত্নতত্ত্ব ও জাদুঘর) সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়	আইনের ৭(১)(চ) ধারানুসারে মনোনীত সদস্য।
০৭.	অন্যূন যুগ্মসচিব পদমর্যাদার একজন প্রতিনিধি অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়	আইনের ৭(১)(ছ) ধারানুসারে মনোনীত সদস্য।
০৮.	ডিন চারুকলা অনুষদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	আইনের ৭(১)(জ) ধারানুসারে পদাধিকার বলে সদস্য।
০৯.	সরকার মনোনীত প্রতিনিধি বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা	আইনের ৭(১)(ঝ) ধারানুসারে মনোনীত সদস্য।
১০.	বিজ্ঞান বিষয়ক গবেষক প্রতিনিধি জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়	আইনের ৭(১)(ঞ) ধারানুসারে মনোনীত সদস্য।
১১.	ইতিহাস ও প্রত্নতত্ত্ব বিষয়ক গবেষক প্রতিনিধি শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়	আইনের ৭(১)(ঞ) ধারানুসারে মনোনীত সদস্য।
১২.	স্থাপত্য বিভাগের একজন অধ্যাপক বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়	আইনের ৭(১)(ট) ধারানুসারে মনোনীত সদস্য।
১৩.	জনাব লুভা নাহিদ চৌধুরী মহাপরিচালক, বেঙ্গল ফাউন্ডেশন	আইনের ৭(১)(ঠ) ধারানুসারে মনোনীত সদস্য।
১৪.	ড. শামান শাহরিয়ার সহযোগী অধ্যাপক, থিয়েটার এন্ড পারফর্মেন্স স্টাডিজ বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	আইনের ৭(১)(ঠ) ধারানুসারে মনোনীত সদস্য।
১৫.	ড. দীন মো. সুমন রহমান অধ্যাপক, মিডিয়া স্টাডিজ এন্ড জার্নালিজম বিভাগ, ইউনিভার্সিটি অব লিবারেল আর্টস বাংলাদেশ	আইনের ৭(১)(ঠ) ধারানুসারে মনোনীত সদস্য।
১৬.	জনাব মো. জিহান করীম সহযোগী অধ্যাপক, চারুকলা বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়	আইনের ৭(১)(ঠ) ধারানুসারে মনোনীত সদস্য।
১৭.	পরিচালক বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন	আইনের ৭(১)(ড) ধারানুসারে পদাধিকার বলে সদস্য।

ক্র নং	নাম ও পদবি	বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর আইন, ২০২২ এর ধারা
১৮.	মহাপরিচালক বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর	আইনের ৭(১)(ঢ) ধারানুসারে পদাধিকার বলে সদস্য-সচিব।

০২। বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর আইন, ২০২২ এর ৭(২) ধারা অনুসারে এই পর্ষদের সভাপতি এবং এই আইনের ৭(১) উপধারার দফা (ঝ), (ঞ), (ট) এবং (ঠ) অনুসারে মনোনীত পর্ষদ সদস্যগণ তাঁদের মনোনয়নের তারিখ হতে পরবর্তী ০৩(তিন) বছর মেয়াদে স্বীয় পদে অধিষ্ঠিত থাকবেন।

০৩। আদেশ জারির অব্যবহিত পর থেকে পর্ষদ গঠন বিষয়ক এই মন্ত্রণালয় কর্তৃক ইতোপূর্বে জারীকৃত সকল আদেশ বাতিল বলে গণ্য হবে।

০৪। এ আদেশ জনস্বার্থে জারি করা হলো এবং অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মো. সাইফুল ইসলাম
উপসচিব।

আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
আইন ও বিচার বিভাগ
বিচার শাখা–৭

আদেশ

তারিখ: ০২ আষাঢ় ১৪৩২/১৬ জুন ২০২৫

নং ১০.০০.০০০০.১৩১.১১.০৪০.১২–১৫৫—মুসলিম বিবাহ ও তালাক (নিবন্ধন) আইন, ১৯৭৪ (১৯৭৪ সনের ৫২ নং আইন) এর ৪ ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার সন্তুষ্ট হইয়া আপনাকে (মোঃ জাকির হোসাইন, জন্ম তারিখ: ১৫-০১-১৯৮৬ খ্রি., পিতা: মোঃ আব্দুর রশিদ ফকির, মাতা: নুরজাহান, মহল্লা: ২১/২২৩/এ/১, পূর্ব মোহাম্মদবাগ, ওয়ার্ড নং-৫৯, ডাকঘর-মেরাজনগর, থানা-কদমতলী, ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন)। এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের ৫৯ নং ওয়ার্ডের নিকাহ রেজিস্ট্রার নিয়োগের জন্য বিবাহ ও তালাক সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কর্তৃক মৌখিক বা লিখিত আবেদনের প্রেক্ষিতে উক্ত বিবাহ ও তালাক নিবন্ধনের ক্ষমতা প্রদান করিল।

২। এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধিমালার বিধানসমূহ যথাযথভাবে প্রতিপালন করা আপনার দায়িত্ব হইবে।

৩। সরকার বাতিল বা স্থগিত না করা পর্যন্ত অথবা লাইসেন্সধারী ব্যক্তির বয়স ৬৭ (সাতষট্টি) বৎসর না হওয়া পর্যন্ত এই লাইসেন্স বলবৎ থাকিবে।

তবে শর্ত থাকে যে, সরকার যে কোনো সময় লাইসেন্সধারী ব্যক্তির উক্ত বয়স পুনর্নির্ধারণ করিতে পারিবে।

উল্লেখ্য, বর্ণিত বিষয়ে কোনো উপযুক্ত আদালতের কোনোরূপ স্থগিতাদেশ/নিষেধাজ্ঞা/ স্থিতাবস্থা থাকিলে এই নিয়োগ আদেশ স্থগিত বলিয়া গণ্য হইবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

সাইদুজ্জামান শরীফ
সিনিয়র সহকারী সচিব।